কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বহুমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

দেশের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ (বিইউসি) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি ঐ কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার অধিকতর উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তাঁর পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। এবার আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রথমবারের মতো গবেষণা খাতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং বর্তমান সরকারের আমলে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঘরে পড়া বন্ধ ও অভিভাবকদের বোঝা কমাতে তাঁর সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে বোর্ডের বই এবং এক কোটি ১৯ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিচ্ছে এবং স্থানীয়ভাবে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

তিনি বলেন, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে সহায়তার জন্য বর্তমান সরকার এক হাজার কোটি টাকায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট তহবিল চালু করেছে। এ ছাড়া তাঁর সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশব্যাপী মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু ও ইন্টারনেট সুবিধার ব্যবস্থা করছে।

শিক্ষাঙ্গনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের জাতির ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তোলা আপনাদের দায়িত্ব। শিক্ষকদের কিছু দাবির প্রেক্ষাপটে তিনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে আলোচনাই আবেদনিয়োপনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের পরামর্শ দেন।

শেখ হাসিনা নিয়মিত আয়কর পরিশোধ করে দেশের উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপতি ছাড়া সব মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য আয়কর দিচ্ছেন। সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, একটি ভিক্ষুক জাতির কোনো মর্যাদা ও সম্মান নেই। আমরা কারো কাছে ভিক্ষা করতে চাই না, আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, আইসিটি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে তাঁর সরকারের ব্যাপক সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। ঈদুল ফিতর উদযাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার নিরাপত্তার বুলা সহনীয় পর্যায়ে থাকায় দেশের সর্বস্তরের মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছে। এ জন্য তিনি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।